মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mohammad.masud@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৭৪৬.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২১৮৯৯.৭৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে M2 বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৮৮ শতাংশের এবং ডিসে'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৭.৮০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের সূত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার মূল কারণ।*
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমান ২৩২১১.৬৬ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২২৮৪৩.৫৩ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১.৬১ শতাংশ বেশি। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১০.০০ শতাংশ ও জুন'২৫ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৮.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জীভূত নিট ঋণ ২৭.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৯.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আয় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.২৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২৫ এর প্রক্ষেপণ (২০.৪০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.২০ শতাংশ) তুলনায় কম। *ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহণের খরচ বৃদ্ধির (higher borrowing costs) কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।*
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৬.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৮৮১.৯৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাসের ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন'২৫ শেষের ৮.৪৮ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ৮.৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। *সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি খাদ্য আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস, অনুকূল আবহাওয়া, মৌসুমী শাকসবজি এবং ফসলের সহজলভ্যতা বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক হতে থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক হয়।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৫৯.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা জুন'২৫ শেষে ছিল ২৯২৭.৪৫ বিলিয়ন টাকা। *উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৪২ ও ১২.১৬ শতাংশ, যেখানে জুন'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.২৬ শতাংশ ও ১২.০৮ শতাংশ। *আমানত সংগ্রহের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানত সুদহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহার বাজার-ভিত্তিক করার ফলে ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৪৫.১৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল, যা জুন'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬০৮৩.৪৬ বিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ব্যবস্থায় *NPL কমিয়ে আনার জন্য আর্থিক খাত সংস্কাররসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৫৯৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হলেও আর্থিক হিসাবে (financial account) ১৬৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৮৫৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।*
- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭৬ শতাংশ ও ৫.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১০৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১১.৬০ শতাংশ ও ১০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১২১.৮০ টাকা, যা জুন'২৫ শেষে ছিল ১২২.৭৭ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৮০ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয়।
- গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩১৪২৬.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৬৬০৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৩ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫)

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়া ও নীতিগত অনিশ্চয়তার মধ্যে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে ৩.১ শতাংশ এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৭ শতাংশ হবে মর্মে আশা[১] করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি, এবং ক্রমবর্ধমান শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ (NPL) মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) সরকারি খাতে ঋণ (নিট) ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১৮.১ শতাংশ ও ৮.০ শতাংশ। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে সরকারি খাতে ঋণ (নিট) ও বেসরকারি খাতে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ২৭.২২ শতাংশ ও ৬.২৯ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২৫ থেকে ০.১২ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮.৩৬ শতাংশে। এছাড়া, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৮৫৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৭৪৬.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২১৮৯৯.৭৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুন'২৫ শেষে) ২.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের (সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে) তুলনায় ০.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। উৎস ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদ ০.০৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

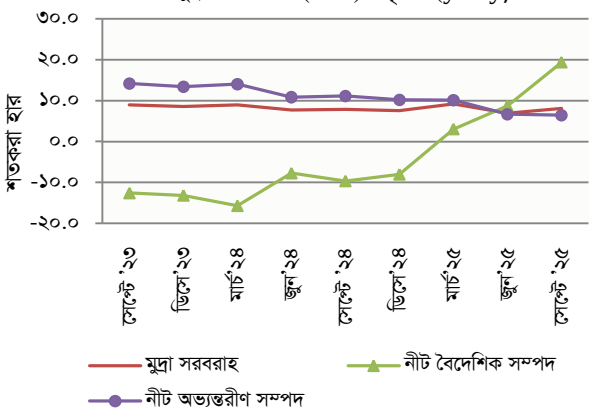

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে M2 তে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৮৮ শতাংশ এবং ডিসে'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৭.৮০ শতাংশের তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৯.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদও ৬.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে চলতি লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের সূত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার মূল কারণ।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২৫; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ২৩২১১.৬৬ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ১.৬১ শতাংশ বেশি (২২৮৪৩.৫৩ বিলিয়ন)। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১০.০০ শতাংশ ও জুন'২৫ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৮.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। (চার্ট-২)।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

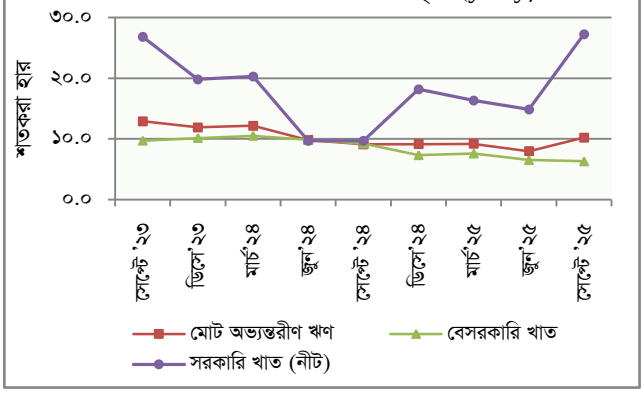

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.২৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২৫ এর প্রক্ষেপণ (২০.৪ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.২০ শতাংশ) তুলনায় কম। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর'২৪ শেষের ৭৮.৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ৭৫.৬৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহণের খরচ বৃদ্ধির (higher borrowing costs) কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জীভূত (cumulative) নিট ঋণ স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৫১৭৫.৬০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জীভূত নিট ঋণ স্থিতি ২৭.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ৯.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, আলোচ্য সময়ে সরকারের রাজস্ব আয় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৬৩.৮২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত NFA পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৮.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৮.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৯.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ডিসেম্বর'২৫ এর প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি (২৮.৩ শতাংশ) এর চেয়ে কম। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (সেপ্টেম্বর'২৪) নীট বৈদেশিক সম্পদ ৯.৬২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৬.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৮৮১.৯৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৯.২৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে।

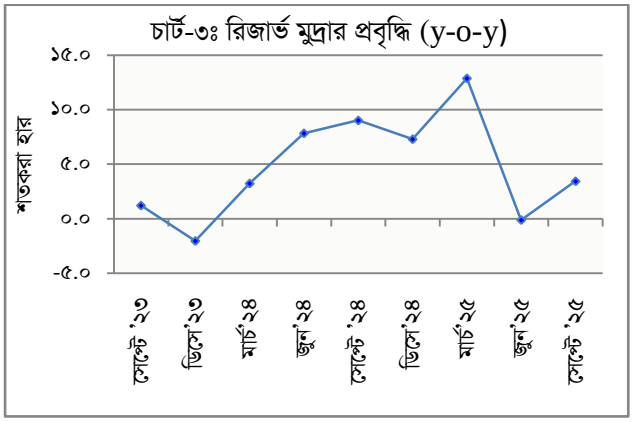

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ৩.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৯.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চার্ট-৩)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ অধিক বৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৫৯.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা জুন'২৫ শেষে ছিল ২৯২৭.৪৫ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

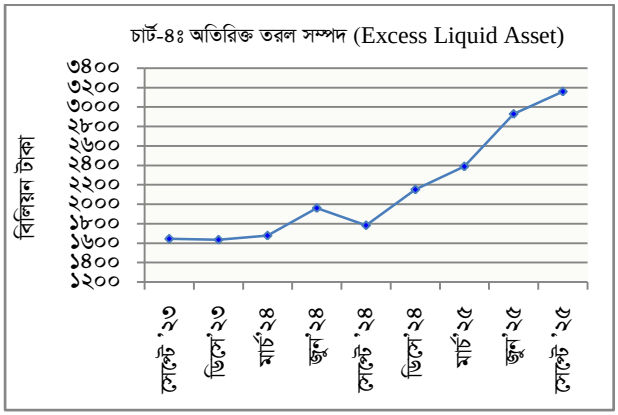

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৪২ ও ১২.১৬ শতাংশ, যেখানে জুন'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.২৬ শতাংশ ও ১২.০৮ শতাংশ। আমানত সংগ্রহের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানত সুদহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহার বাজার-ভিত্তিক করার ফলে ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

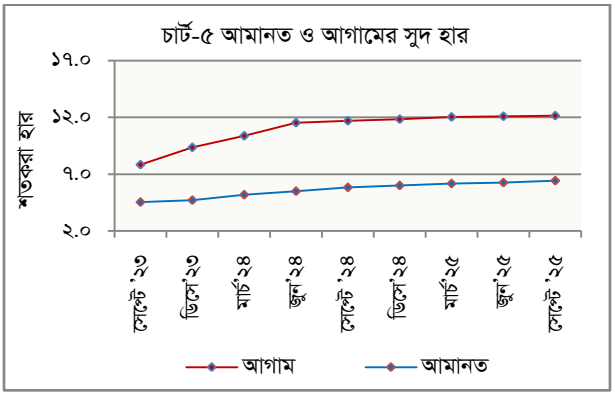

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৪৪৫.১৫ বিলিয়ন টাকায়, যা জুন'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬০৮৩.৪৬ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। ব্যাংক ব্যবস্থায় NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

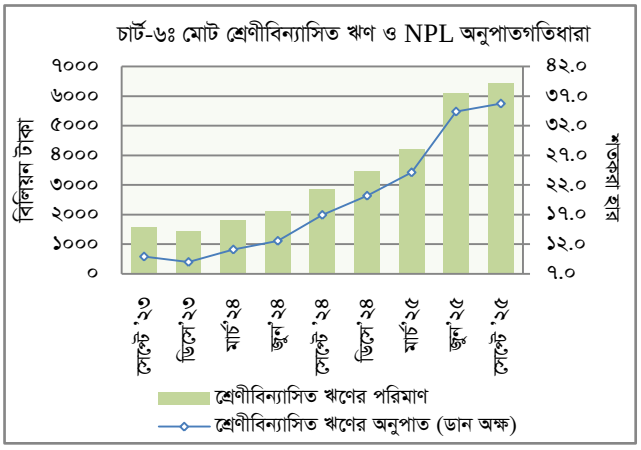

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন'২৫ শেষের ৮.৪৮ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ৮.৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি খাদ্য আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস, অনুকূল আবহাওয়া, মৌসুমী শাকসবজি এবং ফসলের সহজলভ্যতা বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক হতে থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক হয়।

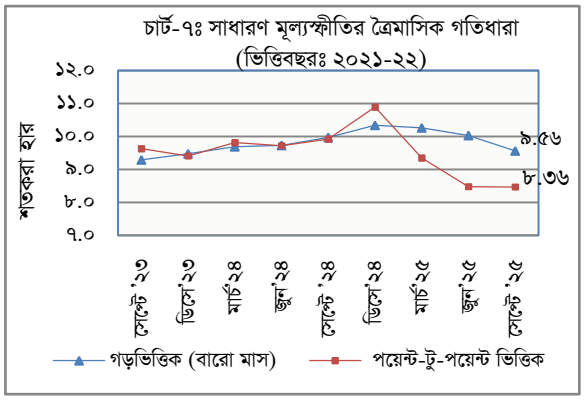

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৮.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৯.২৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০০ শতাংশ ছিল এবং মোট ৩২৯৩.৬৬ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ৩৮.৪২ শতাংশ বেশি।

রেপো[২] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৬২ টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ৬৬৯৪.৪৮ বিলিয়ন টাকার ৬৩৩৭ টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৫৪টি নিলামে ৬০২৭.১৮ বিলিয়ন টাকার ৪৫৮৫ টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ১৬টি নিলামে ১৭৫.৬০ বিলিয়ন টাকার ৪৬টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৩]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৬৩টি নিলামের মাধ্যমে ৮৯৪.৪৫ বিলিয়ন টাকার ২৩৮টি দরপত্র গৃহীত হয়।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৮টি নিলামের মাধ্যমে ১০১৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০১৫.০০ বিলিয়ন টাকার ৬৫৬৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

[২]দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্তঃওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[৩]নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

ত্রৈমাসিকে ১০৪১.৮৫ বিলিয়ন টাকার ৭৬৫৬টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ৯.৬০ শতাংশ থেকে ১১.৯২ শতাংশ।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে ২৯৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩০২.৪১ বিলিয়ন টাকার ২০২৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪৫৮.২৫ বিলিয়ন টাকার ৩৩১৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ৯.৬০ শতাংশ থেকে ১১.৬০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ট্রেজারি বন্ডের স্থিতি ছিল ৫২৯৩.১৯ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.০৭ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০২টি নিলামে ২.৫০ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৪৬টি নিলামের মাধ্যমে ৩৬৬.৬২ বিলিয়ন টাকার ১২৬টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০৬টি নিলামে ৫৫.২০ বিলিয়ন টাকার ১২টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭৬ শতাংশ ও ৫.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১০৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১১.৬০ শতাংশ ও ১০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.২৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৭৫৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৫৯৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও আর্থিক হিসাবে (financial account) ১৬৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের (সারণি-১) প্রেক্ষিতে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৮৫৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উপর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা				
				(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	অর্থবছর ২০২৪-২৫[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৫[স]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৫[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর: অর্থবছর ২০২৬[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২০৩৯৯**	**-৪৬৩৯**	**-৪৯৫৩**	**-৫৭১৪**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৩৯৬৫	১০৫৫৩	১০১০০	১১০৮৫
আমদানি (f.o.b)	৬৪৩৬৪	১৫১৯১	১৫০৫৩	১৬৮০০
সেবা	-৫৬৮২	-৯৬৪	-১৭৬৪	-১৩৬৮
প্রাইমারি ইনকাম	-৫০৪৩	-১১০৪	-১২৬৩	-১২৬৯
সেকেন্ডারি ইনকাম	৩০৯৮৫	৬৭১৩	৮৭২০	৭৭৫৪
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	৩০৩২৯	৬৫৪২	৮৫৪৪	৭৫৮৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৩৯**	**৬**	**৭৩৯**	**-৫৯৭**
মূলধনী হিসাব	৩৭৬	১৫৬	১১০	৯৩
আর্থিক হিসাব	৩৫৩৯	-৭৫৭	২৯৬৮	১৬৬০
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩৩৯৩**	**-১৪৮৬**	**৪৪৯৩**	**৮৫৩**
স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,				
উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।				

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৪] হার দাঁড়ায় ১২১.৮০ টাকা, যা জুন'২৫ শেষে ছিল ১২২.৭৭ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৮০ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন মার্কিন ডলার বিক্রয় করা হয়নি।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

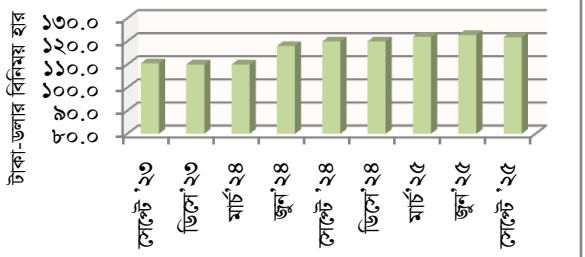

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ৫.৯৫ শতাংশ এবং ৪.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে শেষে দাঁড়িয়েছে ১০৪.৪৯।

[৪] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগৃহীত।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি গ্রস বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহের (নিট) উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩১৪২৬.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৬৬০৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৩ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়[৫] মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

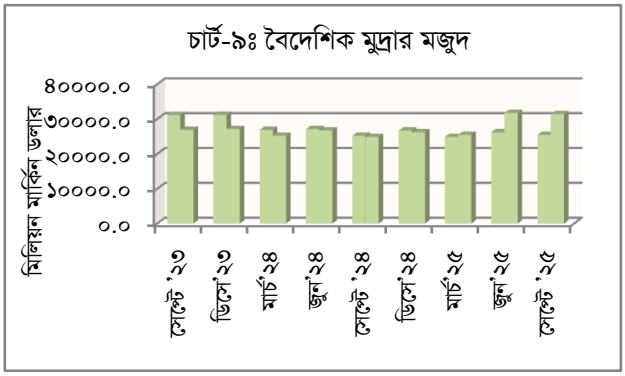

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মুদ্রানীতি কাঠামো Interest Rate Corridor এর আওতায় আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার (Call Money Market) কার্যক্রম আরো গতিশীলকরণ এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার লক্ষ্যে নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নোসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) শতকরা ৮.৫০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৮.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, নীতি সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (SLF) বিদ্যমান শতকরা ১১.৫০ শতাংশে এবং ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ১৫ জুলাই ২০২৫, jul152025mpd02.pdf)
- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শাখাবিহীন ডিজিটাল ব্যাংক-কোম্পানী স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২১ আগস্ট ২০২৫, aug212025brpdl19.pdf)
- বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারীকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত টেমপ্লেট অনুসারে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বমূল্যায়ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, pd/sep082025psd11_final.pdfs)
- ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, ব্যাংকিং খাতে কাঙ্ক্ষিত গতি ফিরিয়ে আনা এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, সম্ভাবনাময় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনপূর্বক সচল ও লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণ আদায় নিশ্চিতকল্পে নীতি সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ , sep162025brpd07.pdf)
- অগ্রিম রপ্তানিমূল্যের বিপরীতে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পরিশোধ সংশ্লিষ্ট সার্কুলার (এফই সার্কুলার নম্বর ১৯, তারিখ অক্টোবর ২৫, ২০১১) এর (ঘ) উপঅনুচ্ছেদ নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়েছে : যে দেশে পণ্য রপ্তানি করা হবে কেবল সে দেশ থেকেই মূল্য প্রত্যাবাসন হতে হবে। এছাড়া, ভিন্ন দেশ থেকে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত হলেও নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে নগদ সহায়তা প্রদেয় হবে : (অ) রপ্তানি আদেশ প্রদানকারী থেকে বা রপ্তানি আদেশ প্রদানকারীর সাথে সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এরূপ উৎস থেকে (এক্সচেঞ্জ হাউস ব্যতীত) রপ্তানিমূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে; (আ) নগদ সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে পণ্য রপ্তানির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে স্বীকৃত ট্র্যাকিং পদ্ধতি/কাস্টমস কর্তৃপক্ষের Export General Manifest (EGM)-এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে এবং উক্ত তথ্যাদি (প্রিন্টেড কপি) আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে । (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, sep252025fepd36.pdf)

[5] মাস ভিত্তিতে দ্রব্য আমদানি (cif)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৫	২০২৫	২০২৫	২০২৪	২০২৪	২০২৩	জুন'২৫ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৫	মার্চ'২৫ এর তুলনায় জুন'২৫	জুন'২৪ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৪	সেপ্টেম্বর'২৪ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৫	সেপ্টেম্বর'২৩ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৪
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৬৩.৮২	৩১৫৮.৯৪	২৬৭৫.২৯	২৬৫০.৯৭	২৯১১.২৯	২৯৩৩.১৮	৪.৮৮	৪৮৩.৬৫	-২৬০.৩২	৫১২.৮৬	-২৮২.২১
							(০.১৫)	(১৮.০৮)	-(৮.৯৪)	(১৯.৩৫)	-(৯.৬২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৮৭৩৫.৯৬	১৮৫৮৭.২৮	১৮৪৭৫.৬৩	১৭৬০০.৫২	১৭৪২১.০৫	১৫৮৩৯.২৮	১৪৮.৬৮	১১১.৬৪	১৭৯.৪৭	১১৩৫.৪৪	১৭৬১.২৪
							(০.৮০)	(০.৬০)	(১.০৩)	(৬.৪৫)	(১১.১২)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৩২১১.৬৬	২২৮৪৩.৫৩	২২২৩৫.৩৪	২১০৬৩.০০	২১১৫৫.২৫	১৯৩০৫.৭১	৩৬৮.১৩	৬০৮.১৯	-৯২.২৫	২১৪৮.৬৬	১৭৫৭.২৯
							(১.৬১)	(২.৭৪)	-(০.৪৪)	(১০.২০)	(৯.১০)
i) সরকারি খাত (নীট)	৫১৭৫.৬০	৪৮৮১.৭৮	৪৫৪১.৮৮	৪০৬৮.১৪	৪২৪৮.৭৭	৩৭০৯.২১	২৯৩.৮২	৩৩৯.৯০	-১৮০.৬৩	১১০৭.৪৬	৩৫৮.৯৩
							(৬.০২)	(৭.৪৮)	-(৪.২৫)	(২৭.২২)	(৯.৬৮)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৭৫.১৭	৪৮৪.৮৮	৫০০.১৯	৪৭২.৪২	৪৯৪.১৯	৪৬৫.৯৬	-৯.৭১	-১৫.৩১	-২১.৭৭	২.৭৫	৬.৪৬
							-(২.০০)	-(৩.০৬)	-(৪.৪১)	(০.৫৮)	(১.৩৯)
iii) বেসরকারি খাত	১৭৫৬০.৮৯	১৭৪৭৬.৮৭	১৭১৯৩.২৭	১৬৫২২.৪৪	১৬৪১২.২৯	১৫১৩০.৫৪	৮৪.০২	২৮৩.৬০	১১০.১৫	১০৩৮.৪৫	১৩৯১.৯০
							(০.৪৮)	(১.৬৫)	(০.৬৭)	(৬.২৯)	(৯.২০)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪৪৭৫.৭১	-৪২৫৬.২৬	-৩৭৫৯.৭১	-৩৪৬২.৪৮	-৩৭৩৪.২০	-৩৪৬৬.৪৩	-২১৯.৪৫	-৪৯৬.৫৫	২৭১.৭২	-১০১৩.২৩	৩.৯৫
							-(৫.১৬)	-(১৩.২১)	(৭.২৮)	-(২৯.২৬)	(০.১১)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২১৮৯৯.৭৮	২১৭৪৬.২২	২১১৫০.৯২	২০২৫১.৪৯	২০৩৩২.৩৪	১৮৭৭২.৪৬	১৫৩.৫৬	৫৯৫.৩০	-৮০.৮৫	১৬৪৮.২৯	১৪৭৯.০৩
							(০.৭১)	(২.৮১)	-(০.৪০)	(৮.১৪)	(৭.৮৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৭০৮.৯৭	৫১০১.৬৭	৪৮৯৫.৩২	৪৭৬৪.৬৩	৫০০৯.২৭	৪৪০০.১৭	-৩৯২.৭১	২০৬.৩৫	-২৪৪.৬৪	-৫৫.৬৭	৩৬৪.৪৬
							-(৭.৭০)	(৪.২২)	-(৪.৮৮)	-(১.১৭)	(৮.২৮)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৭৪৭.২৪	২৯৬৪.৫২	২৯৬৪.৩২	২৮৩৫.৫৩	২৯০৪.৩৭	২৫৩৫.০৫	-২১৭.২৮	০.২০	-৬৮.৮৩	-৮৮.২৯	৩০০.৪৮
							-(৭.৩৩)	(০.০১)	-(২.৩৭)	-(৩.১১)	(১১.৮৫)
ii) তলবি আমানত	১৯৬১.৭২	২১৩৭.১৫	১৯৩১.০১	১৯২৯.১০	২১০৪.৯০	১৮৬৫.১২	-১৭৫.৪৩	২০৬.১৫	-১৭৫.৮১	৩২.৬৩	৬৩.৯৮
							-(৮.২১)	(১০.৬৮)	-(৮.৩৫)	(১.৬৯)	(৩.৪৩)
খ) মেয়াদি আমানত	১৭১৯০.৮১	১৬৬৪৪.৫৫	১৬২৫৫.৬০	১৫৪৮৬.৮৬	১৫৩২৩.০৭	১৪৩৭২.২৯	৫৪৬.২৭	৩৮৮.৯৫	১৬৩.৭৮	১৭০৩.৯৬	১১১৪.৫৭
							(৩.২৮)	(২.৩৯)	(১.০৭)	(১১.০০)	(৭.৭৫)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৮৮১.৯৬	৪১৩১.৭৯	৪০২৭.৩৪	৩৭৫২.৭৩	৪১৩৬.৪৭	৩৪৪২.৩৪	-২৪৯.৮৩	১০৪.৪৫	-৩৮৩.৭৪	১২৯.২৩	৩১০.৩৯
							-(৬.০৫)	(২.৫৯)	-(৯.২৮)	(৩.৪৪)	(৯.০২)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩০২১.২৬	২৯৩৯.১৮	২৪০২.৭৪	২৩১৬.৬৬	২৪৫৭.৮১	২৫৮৯.৭৮	৮২.০৮	৫৩৬.৪৪	-১৪১.১৪	৭০৪.৫৯	-২৭৩.১১
							(২.৭৯)	(২২.৩৩)	-(৫.৭৪)	(৩০.৪১)	-(১০.৫৫)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৮৬০.৭১	১১৯২.৬১	১৬২৪.৫৯	১৪৩৬.০৭	১৬৭৮.৬৬	৮৫২.৫৬	-৩৩১.৯০	-৪৩১.৯৮	-২৪২.৫৯	-৫৭৫.৩৬	৫৮৩.৫১
							-(২৭.৮৩)	-(২৬.৫৯)	-(১৪.৪৫)	-(৪০.০৬)	(৬৮.৪৪)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	৮৫৪.২৭	১০০১.২৫	৮৯৯.৭৪	১৪৫৯.৩২	১২৭৮.১০	১৫৭৪.১২	-১৪৬.৯৮	১০১.৫১	১৮১.২২	-৬০৫.০৫	-১১৪.৮০
							-(১৪.৬৮)	(১১.২৮)	(১৪.১৮)	-(৪১.৪৬)	-(৭.২৯)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	৩১৪২৬.৮১	৩১৭৭২.০০	২৫৫১২.০০	২৪৮৬৩.০০	২৬৭১৪.২০	২৬৯১১.০০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩১৫৯.৪৬	২৯২৭.৪৫	২৩৮৮.৪৬	১৭৮০.৯১	১৯৫৮.২৪	১৬৪৪.৪০					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	৬৪৪৫.১৫	৬০৮৩.৪৬	৪২০৩.৩৫	২৮৪৯.৭৭	২১১৩.৯২	১৫৫৩.৯৮					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৩৫.৭৩	৩৪.৪০	২৪.১৩	১৬.৯৩	১২.৫৬	৯.৯৩					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২১.৮০	১২২.৭৭	১২২.০০	১২০.০০	১১৮.০০	১১০.৫০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০৪.৪৯	৯৮.৬২	১০২.০৫	১০০.০৯	৯৯.৫৩	১০৬.৫৭					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©	৯.৫৬	১০.২০	১০.৪৭	১০.০৭	৯.৭৬	৯.৩১					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।